ইউনিট ১৩(ক)

চূড়ান্ত হিসাব
(Final Accounts)

ভূমিকা

মুনাফা অর্জন করা ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য। মুনাফা বা ক্ষতি যাই হোক না কেন তার পরিমাণ অবশ্যই জানা প্রয়োজন। কিন্তু হিসাবের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় না। তাই বছরের শেষে একটি চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা হয়। এ চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের মাধ্যমে আপনি ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ জানতে পারবেন। সে সাথে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থাও জানতে পারবেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ব্যবসায় জগতে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের গুরুত্ব কত। এ ইউনিট পাঠ করে আপনি আর্থিক বিবরণীর সংজ্ঞা এবং চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করতে পারবেন।

পাঠ-১ আর্থিক বিবরণী (Financial Statements)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আর্থিক বিবরণীর সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা (Definition)

ধরুন, আপনি একজন ব্যবসায়ী। প্রতিদিন আপনার ব্যবসায়ে বিচ্ছিন্নভাবে নানাবিধ লেনদেন সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণে আপনি নিশ্চয়ই ব্যবসায়ের কার্যক্রম চলাকালে এর প্রকৃত অবস্থা ও লাভ বা লোকসানের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন না। কারণ প্রতিদিন আপনার ব্যবসায়ে প্রচুর লেন-দেন হচ্ছে। এই লেন-দেনগুলো সংক্ষিপ্ত না করে আপনি প্রকৃত ফলাফল সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে পারবেন না। এ তথ্য জানার জন্য আপনাকে নিচের দু'টি হিসাব এবং একটি বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে।

- ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (Trading Account)
- লাভ-লোকসান হিসাব (Profit and Loss Account)
- উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet)

সাধারণত হিসাবরক্ষণের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। একটি ব্রিটিশ পদ্ধতি এবং অন্যটি আমেরিকান পদ্ধতি। আমেরিকান পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাবকে আয়-বিবরণী (Income Statement) নাম দেওয়া হয়েছে। সে যাহোক এবার আসুন এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করি।

ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রণয়নের মাধ্যমে আপনার ব্যবসায়ের মোট লাভ বা gross profit-এর পরিমাণ জানতে পারবেন। লাভ-লোকসান হিসাব প্রণয়নের মাধ্যমে নীট্ লাভ বা লোকসানের পরিমাণ জানতে পারবেন। এটি না জানা হলে আপনি ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করতে পারবেন না। আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আপনাকে উদ্বৃত্তপত্রপ্রস্তুত করতে হবে। উদ্বৃত্তপত্র একটি বিবরণী যা আপনার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরবে।

উপরিউক্ত হিসাব ও বিবরণীটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রণয়ন করা হয়। এই নির্দিষ্ট সময় হতে পারে ১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস এবং ১ বছর। আমাদের দেশে সাধারণত: এক বছর পর আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করা হয়। প্রতি বছরের জুন মাসের শেষে এ ধরনের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায়ের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বিধায় এগুলোকে একত্রে আর্থিক বিবরণী বলা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের পর এতে প্রকাশিত তথ্যের সাহায্যে ব্যবসায়ের আর্থিক বিশে-ষণ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আর্থিক বিবরণী বা চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যগুলো কি কি ?

উদ্দেশ্যগুলো হল ঃ

- ব্যবসায়ের ফলাফল বা লাভ-লোকসান নির্ণয় করা
- ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা
- আর্থিক বিশে-ষণ করা
- ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান
- ভেতর ও বাইরের পক্ষদেরকে ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা জানানো; ইত্যাদি।

পাঠ সংক্ষেপ

- বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায়ের সামগ্রিক আর্থিক চিত্র তুলে ধরে বিধায় এগুলোকে একত্রে আর্থিক বিবরণী বলে।
- আর্থিক বিবরণী ব্যবসায়ের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
- আর্থিক বিবরনীর তথ্য থেকে ব্যবসায়ের আর্থিক বিশেষণ করা হয় এবং এই বিশে-ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন্‌টি আর্থিক বিবরণীর অংশ নয় ?
   ক. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব খ. লাভ-লোকসান হিসাব
   খ. উদ্বৃত্তপত্র ঘ. ভাউচার।

২. লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করার মাধ্যমে কোন্‌টি নিরূপণ করা যায় ?
   ক. মোট লাভ খ. নীট ক্ষতি
   গ. নীট লাভ ঘ. নীট লাভ বা ক্ষতি উভয়ই।

৩. উদ্বৃত্তপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে কোন্‌টি নিরূপণ করা যায় ?
   ক. আর্থিক অবস্থা খ. মোট লাভ
   গ. নীট লাভ ঘ. নীট ক্ষতি।

৪. হিসাবরক্ষণের আমেরিকান পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাবকে কি নাম দিয়েছে?
   ক. অংয় বিবরণী খ. ব্যয়-বিবরণী
   গ. দায় বিবরণী ঘ. সম্পত্তি বিবরণী

৫. আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কোন্‌টি ?
   ক. শুধু আর্থিক ফলাফল নিরূপণ খ. শুধু আর্থিক অবস্থা নিরূপণ
   গ. উপরের দুটোই ঘ. কোনটি নয়।

৬. আর্থিক বিবরণীর তথ্য থেকে নিচের কোনটি করা হয় ?
   ক. ব্যবসায়ের বিশে-ষণ খ. সংগঠন বিশে-ষণ
   গ. আর্থিক বিশে-ষণ ঘ. হিসাব বিশে'ষণ

পাঠ-২

ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব (Trading and Profit & Loss Accounts)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের বিবরণ দিতে পারবেন
- ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় তা বলতে পারবেন
- লাভ-লোকসান হিসাবের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন
- লাভ-লোকসান হিসাবে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (Trading Account)

ধরুন, শহরে আপনার একটি আসবাবপত্রের দোকান আছে। তাহলে আপনার মূল কাজ কী? নিশ্চয়ই আসবাবপত্র একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করা এবং লাভের উদ্দেশ্যে তা আবার অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রয় করা। এখানে একটি কথা মনে রাখবেন। তাহল আসবাবপত্র কেনার পর তা দোকান পর্যন্ত আনতে আপনাকে আরো খরচ করতে হয়েছে। যেমন- পরিবহণ, দোকানে উঠানোর মুজুরি ইত্যাদি। এগুলোকে অবশ্যই ক্রয় দামের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এভাবে একজন প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী কারখানায় উৎপাদন সংক্রান্ত সকল প্রত্যক্ষ খরচ ক্রয় দামের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে। আমদানিকারক আমদানি শুল্ক, বীমা খরচ ইত্যাদি খরচ তার আমদানিকৃত পণ্যের দামের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে। ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের মূল উদ্দেশ্য হল মোট লাভ নির্ণয় করা। আর ক্রয় এবং বিক্রয়ের পার্থক্যকে আমরা মোট লাভ বলি।

একটি নির্দিষ্ট সময় পর ব্যবসায়ের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার ফলে অর্জিত মোট লাভ বা মোট ক্ষতি নিরূপণের জন্য যে হিসাব প্রণয়ন করা হয় তাকে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব বলা হয়। নিচে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রণয়নের একটি ছক প্রদান করা হল।

প্রতিষ্ঠানের নাম

ক্রয়-বিক্রয় হিসাব

২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

ডেঃ ক্রেঃ

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
টু প্রারম্ভিক মজুদ মাল		***	বাই বিক্রয়	***	
" ক্রয়	***		বাদ বিক্রয় ফেরত	***	***
বাদ ক্রয় ফেরত	***	***			
" ক্রয় পরিবহন (যেমন, জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি)			" সমাপনী মজুদ পণ্য		***.
" আমদানি শুল্ক		***			
" মজুরি		***			
" কারখানার বেতন		***			
" শক্তি ও জ্বালানি		***			
" মোট লাভ (লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত)		***			
		***			***

এই ছকটি শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তুলে ধরে। ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে প্রতিষ্ঠানের নাম ও যে তারিখে এটি প্রণয়ন করা হয় সেই তারিখটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তবে এটি পুরো বছরে হিসাব।

চহ-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল যদি বেশি হয় তবে মোট ক্ষতি হবে এবং তা ক্রেডিট দিকে দেখিয়ে হিসাবটির সমীকরণ করা হবে। এই হিসাবের জের বা ব্যালেন্স লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তরিত হয়। ডেবিট জের হলে তা ক্রেডিট পার্শ্বে দেখিয়ে এবং ক্রেডিট জের হলে তা ডেবিট পার্শ্বে দেখিতে দু'পার্শ্ব সমান করা হয়।

ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, ক্রয় এবং ক্রয়ের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ খরচগুলো দেখানো হয়। অপরদিকে ক্রেডিট পার্শ্বে বিক্রয় (বিক্রয় ফেরত বাদে) ও সমাপনী মজুদ পণ্য দেখানো হয়। পরে দু'পাশের পার্থক্য দ্বারা মোট লাভ বা মোট ক্ষতি নির্ধারিত হয়। ক্রেডিট পার্শ্ব বড় হলে মোট ক্ষতি হবে। মোট ক্ষতি থেকে এটি বুঝাবে যে প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় দামের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করেছে। এভাবে কী একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারবে? বাস্তবে সাধারণত এ ধরনের অবস্থা হয় না।

যে খরচগুলো ক্রয় বা উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সে সকল খরচই ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে দেখানো হয়। যেমন- ক্রয় পরিবহন ক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং এটি ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিটে দেখানো হবে। বিদ্যুৎ খরচের কথাই ধরুন। এই খরচটি অফিস ও কারখানা দু'জায়গাতেই হতে পারে। কারখানার বিদ্যুৎ খরচ, কারখানার ভাড়া ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে দেখানো হয়। কারণ এটি উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অপরদিকে অফিসের বিদ্যুৎ খরচটি লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানো হয়। কারণ এটি প্রশাসনিক খরচের আওতাভুক্ত।

মোট লাভ হলে সেটি লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে এবং মোট ক্ষতি হলে সেটি লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে স্থানান্তরিত করা হয়।

লাভ-লোকসান হিসাব (Profit & loss Account)

উপরের আলোচনায় জেনেছেন যে, ব্যবসায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য হল মোট লাভ বা ক্ষতি। এটিকে নিশ্চয় ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ বা ক্ষতি বলা যাবে না। কারণ ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই আরো অনেক খরচ করতে হয়। এই খরচগুলো মূলত: প্রশাসনিক এবং বিক্রয় সংক্রান্ত খরচের আওতাভুক্ত। যেমন-অফিসের টেলিফোন খরচ প্রশাসনিক খরচের এবং বিজ্ঞাপন খরচ বিক্রয় সংক্রান্ত (Selling) খরচের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ লোকসান জানার জন্য অবশ্যই এই খরচগুলোকে বিবেচনায় আনতে হয়। এটি মূলত: লাভ-লোকসান হিসাবের মাধ্যমে করা হয়। ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের জের নিয়ে লাভ-লোকসান হিসাব শুরু হয়। ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের জের লাভ বা ক্ষতি উভয়ই হতে পারে। তাই বলে এই লাভ বা ক্ষতিকে নীট লাভ বা ক্ষতি বলা যাবে না। নীট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ জানার জন্য আপনাকে অবশ্যই লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করা হবে। মোট লাভ থেকে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সকল খরচ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিলে নীট লাভ পাওয়া যায়। যদি বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মোট লাভের চেয়ে বেশি হয় তবে নীট ক্ষতি হবে। ব্যবসায়ের নীট লাভ বা ক্ষতি নিরূপণের জন্য যে হিসাব তৈরি করা হয় তাকে লাভ-লোকসান হিসাব বলা হয়। নিচে লাভ লোকসান হিসাবের নমুনা লক্ষ্য করুন। লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে পরোক্ষ বা মুনাফা জাতীয় খরচগুলো দেখানো হয়। তবে শুধুমাত্র অবচয় যা একটি মূলধন জাতীয় খরচ লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। মূনাফা জাতীয় সকল আয় এই হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে দেখানো হয়। এই নিয়ম অনুসরণ করেই নিম্নের নমুনা বা ছকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম

লাভ-লোকসান হিসাব

২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেঃ ক্রেঃ

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা	
টু বেতন	***		বাই মোট লাভ (ক্রয়-বিক্রয় হিসাব থেকে আনীত)		***	
যোগ বকেয়া	***	***	" প্রাপ্ত সুদ	***		
" অফিস খরচ		***	যোগ বকেয়া	***	***	
" খাজনা ও কর		***	" বাট্টা		***	
" আলোও উত্তাপ খরচ		***	" প্রাপ্ত কমিশন		***	
" বীমা খরচ		***	" প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া		***	
বাদ অগ্রিম		***	" শিক্ষানবীস সেলামী		***	
" মনিহারী ও ছাপা খরচ		***	বাদ অগ্রিম		***	
" ডাক ও তার খরচ		***	" পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		***	
" টেলিফোন খরচ		***	" নীট ক্ষতি (মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত)		***	
" ব্যবসায়িক খরচ		***				
" যাতায়াত খরচ		***				
" বাড়ি ভাড়া		***				
" বহির্মুখী বহন খরচ		***				
" বিদ্যুৎ খরচ		***				
" মেরামত খরচ		***				
" অনাদায়ী পাওনা	***					
যোগ নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	***	***				
" প্রদত্ত সুদ		***				
" প্রদত্ত বাট্টা		***				
" প্রদত্ত কমিশন		***				
" নিরীক্ষা ফি		***				
" সম্পত্তিসমূহের অবচয়		***				
" নীট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত)		***			***	

বকেয়া ও অগ্রিম আইটেম (Accrual & Advance items)

এই কোর্সটির প্রথম ইউনিটে আপনি হিসাবরক্ষণের কতিপয় ধারণা ও নীতি সম্পর্কে জেনেছেন। সমন্বয় ধারণা (Matching concept) এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? এই ধারণা অনুযায়ী যে বছরের আয় বা ব্যয় সেই বছরেই বিবেচনায় আনতে হয়। এতে মোট বকেয়া রয়েছে বা অগ্রিম প্রাপ্ত বা প্রদান করা হয়েছে তাতে কিছু আসে যায় না। এ নিয়মের ভিত্তিতেই বকেয়া ও অগ্রিম আইটেমগুলো সমন্বয় করতে হয়। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, নতুন ও পুরনো সঞ্চিতিকে নিম্নরূপে লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো যায় ঃ

	টাকা	টাকা
অনাদায়ী পাওনা (পুরনো)	***	
যোগ অনাদায়ী পাওনা (নতুন)	***	
যোগ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (নতুন)	***	
বাদ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (পুরনো)	***	***

লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্ব বড় হলে নীট লাভ হবে যা ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। অপরদিকে লাভ-লোকসান হিসাবের ডিবিট পার্শ্ব বড় হলে নীট ক্ষতি হবে যা ক্রেডিট পার্শ্বে দেখানো হয়। সুতরাং লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট জের লাভ এবং ডেবিট জের ক্ষতি।

পাঠ সংক্ষেপ

- মুনাফা জাতীয় খরচ লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে এবং মুনাফা জাতীয় আয় লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে দেখানো হয়।
- লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্স বা জের নীট লাভ এবং ডেবিট ব্যালেন্স বা জের নীট ক্ষতি নির্দেশ করে।
- অনঙয়ই একমাত্র মূলধন জাতীয় খরচ যা লাভ-লোকসান হিসাবের ডিবিট পার্শ্বে দেখানো হয়।
- লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট জের উদ্বর্তপত্রের মূলধন ও দায় পার্শ্বে স্থানান্তরিত হয়। এবং ডেবিট জের সম্পত্তি পার্শ্বে স্থানান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট ব্যালেন্স বা জের কি নির্দেশ করে ?
   ক. মোট লাভ খ. মোট ক্ষতি
   গ. নীট লাভ ঘ. নীট ক্ষতি।

২. লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্স বা জের কি নির্দেশ করে ?
   ক. মোট লাভ খ. মোট ক্ষতি
   গ. নীট লাভ ঘ. নীট ক্ষতি।

৩. উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ খরচ কোথায় দেখানো হয় ?
   ক. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে খ. লাভ-লোকসান হিসাবে
   গ. উদ্বৃত্তপত্রে ঘ. কোনটি নয়।

৪. নিচের কোন্ মূলধন জাতীয় আইটেমটি লাভ লোকসান হিসাবে দেখানো হয়?
   ক. সম্পত্তি ক্রয় খ. অবচয়
   গ. সম্পত্তি বিক্রয় ঘ. দায় পরিশোধ।

৫. লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট জের কোথায় স্থানান্তরিত হয় ?
   ক. মূলধন ও দায় পার্শ্বে খ. উত্তোলন
   গ. দেনাদার ঘ. পাওনাদার।

৬. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে কোন খরচগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় ?
   ক. প্রশাসনিক খ. ক্রয় বা উৎপাদন সংক্রান্ত
   গ. বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত ঘ. কোনটি নয়।

৭. আয় বিবরণী প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কী ?
   ক. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ খ. আর্থিক ফলাফল নিরূপণ
   গ. আর্থিক বিশে-ষণকরণ ঘ. কোনটি নয়।

পাঠ-৩

উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- উদ্বৃত্তপত্র কি তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন
- উদ্বৃত্তপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- উদ্বৃত্তপত্র ও রেওয়ামিলের পার্থক্য করতে পারবেন
- উদ্বৃত্তপত্র মিলে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি ও দায়সমূহ সাজানোর নীতি বর্ণনা করতে পারবেন
- উদ্বৃত্তপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

উদ্বৃত্তপত্র (Balanceh Sheet)

ইতিপূর্বে আপনি উদ্বৃত্তপত্র সম্পর্কে কিছু ধারণা পেয়েছেন নিশ্চয়? এবার আসুন, বিস্তারিত আলোচনা করি। উদ্বৃত্তপত্র আর্থিক বিরবণী বা চূড়ান্ত হিসাবের শেষ অংশ। এটি কোন হিসাব নয় বরং একটি বিবরণী মাত্র। এই বিবরণীটির মাধ্যমে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা দেখানো হয়। এটি মানবদেহের শরীরের মত আপনার শরীর দেখে যেমন-স্বাস্থ্যগত অবস্থা বলা যায়। তেমনি একটি ব্যবসায়ের উদ্বৃত্তপত্র দেখে খুব সহজেই এটির আর্থিক অবস্থা বলে দেওয়া যায়। উদ্বৃত্তপত্রের বামপার্শ্বে 'মূলধন ও দায়সমূহ' এবং ডানপার্শ্বে 'সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ' দেখানো হয়। এটির দু'পার্শ্বের যোগফল সমান হয়। ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাবের মত এর কোন ব্যালেন্স বা জের হয় না। হিসাবের মত উদ্বৃত্তপত্রে ডেবিট ও ক্রেডিট লেখা হয় না। হিসাবের মত এটিতে টু এবং বাই লিখা হয় না। এটি আর্থিক অবস্থাটি তুলে ধরে মাত্র।

উদ্বৃত্তপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives)

উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায়ের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরে। মূলধন, দায়, সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহের পরিমাণ প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার একটি বিবরণ তুলে ধরে। উদ্বৃত্তপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা। এর মাধ্যমেই একজন তথ্য ব্যবহারকারী ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থাটা নিরূপণ করতে পারবেন।

উদ্বৃত্তপত্রের প্রস্তুত প্রণালী (Preparing Procedure)

মূলধন, সম্পত্তি ও দায় হিসাব দ্বারা উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়। নির্দিষ্ট আইটেমের সাথে সংশি-ষ্ট বিষয় যোগ-বিয়োগ করে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়। যেমন, নীট লাভ মূলধনের সাথে যোগ করে এবং নীট ক্ষতি মূলধন থেকে বিয়োগ করে দেখানো হয়। মূলধনের সুদ মূলধনের সাথে যোগ করে দেখানো হয়। উত্তোলনের অর্থ মূলধন থেকে বিয়োগ করে দেখানো হয়। নির্দিষ্ট সম্পত্তি থেকে অবচয় বিয়োগ করে দেখানো হয়। এছাড়া অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বিবিধ দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। উদ্বৃত্তপত্রের বাম পার্শ্বে মূলধন ও দায়সমূহ এবং ডানপার্শ্বে সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ দেখানো হয়। কিন্তু এগুলো দেখানোর সময় কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। এবার আসুন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করি।

উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি ও দায়সমূহ সাজানোর নীতি (Principles of Writing Assets & Liabilities in Balance Sheet):

উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি ও দায়সমূহ ইচ্ছামত সাজানো যায় না। সম্পত্তি ও দায় সাজানোর জন্য নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করতে হয়। এ ব্যাপারে সাধরণত: দু'টি নীতি প্রচলিত আছে। যেমন -

- তারল্যের ক্রমানুসারে
- স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে

এবার আসুন নীতি দু'টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

তারল্যের ক্রমানুসারে

তারল্য হল কোন সম্পত্তিকে নগদ অর্থে পরিবর্তন করার ক্ষমতা। কোন সম্পত্তি দ্রুত নগদ অর্থে পরিণত করতে কম সময় লাগে তাহলে বলতে হবে এই সম্পত্তির তারল্য বেশি। আবার কোন সম্পত্তি নগদ অর্থে পরিণত করতে বেশি সময় লাগ্‌লে সেটির তারল্য কম বলে ধরা হবে। হাতে নগদের তারল্য সবচেয়ে বেশি। সে তুলনায় বিবিধ দেনাদারের তারল্য কম। কেননা বিবিধ দেনাদারের অর্থ আদায় করতে সময় লাগে।

ঃতারল্যের ক্রমানুসারেচ নীতি অনুসরণ করলে সবচেয়ে তরল সম্পত্তি যেমন- হাতে নগদ, ব্যাংকে জমা, বিবিধ দেনাদার, প্রাপ্যবিল ইত্যাদি প্রথমে লিখতে হয় এবং এরপর শেষের দিকে অপেক্ষাকৃত কম তরল সম্পত্তি যেমন- ভূমি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি লিখতে হয়।

এই নীতি অনুযায়ী যে দায় আগে পরিশোধ করতে হবে সেই দায় প্রথমে দেখাতে হয়। তাই ব্যাংক জমাতিরিক্ত, স্বল্প মেয়াদি ঋণ, বকেয়া খরচ, প্রদেয় বিল, বিবিধ পাওনাদার ইত্যাদি দেখানোর পর মূলধন সবশেষে দেখানো হয়।

স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে

এই নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ যেমন- সুনাম, দালান-কোঠা, ভূমি, যন্ত্রপাতি প্রথমে দেখাতে হয় এবং চলতি সম্পত্তিগুলো পরে দেখানো হয়। হাতে নগদ সবচেয়ে শেষে দেখানো হয়। অনুরূপভাবে দায়সমূহ সাজানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী দায় অর্থাৎ যে দায় দেরীতে পরিশোধ করতে হবে সেগুলো প্রথমে এবং যে দায় দ্রুত পরিশোধ করতে হয় সেগুলো শেষে দেখানো হয়। ফলে মূলধন প্রথমে এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত সবশেষে দেখানো হয়। এই নীতিটি ঃতারল্যের ক্রমানুসারেচ নীতির ঠিক বিপরীত।

এই পদ্ধতিতে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তিসমূহ তরল্যের ক্রমানুসারে এবং দায়সমূহ স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে সাজানো হয়।
এই কোর্সটিতে পরবর্তী আলোচনায় তারল্যের ভিত্তিতে উদ্বৃত্তপত্রপ্রণয়নের বিষয়টি স্থান পাবে। কারণ এই পদ্ধতি অধিক প্রচলিত।

প্রতিষ্ঠানের নাম
২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের
উদ্বৃত্ত পত্র

মূলধন ও দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন		***	হাতে নগদ	***
(ব্যাংক ওভারডথাফট)			ব্যাংকে জমা	***
স্বল্প মেয়াদি ঋন		***	বিনিয়োগ	***
প্রদেয় বিল		***	প্রাপ্য বিল	***
বিবিধ পাওনাদার		***	বিবিধ দেনাদার	***
মূলধন	***		সমাপনী মজুদ	***
যোগ নীট লাভ	***		আসবাবপত্র	***
বাদ উত্তোলন	***	***	যন্ত্রপাতি	***
			ভূমি ও দালানকোঠা	***
	মোট -	***	মোট -	***

আমরা জানি যে, উদ্বৃত্তপত্রের দু'পাশ মিলে যাবে। যদি না মিলে তাহলে মনে করতে হবে যে হিসাব প্রক্রিয়ার কোথাও কোন সমস্যা আছে। এবার এ ধরনের মিলে যাওয়ার কারণ ব্যাখা করা যাক।

উদ্বৃত্তপত্র মিলে যাওয়ার কারণ

উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি ও দায় পার্শ্ব পরস্পর মিলে যাওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। নিচে কারণ দু'টি বর্ণনা করা হল ঃ

১. **ডেবিট ও ক্রেডিট পরস্পর সমান ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন লেনদেন হিসাবভুক্ত করার সময় একটি হিসাবকে যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা ডেবিট করা হয় ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ দ্বারা অন্য হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। আবার কোন হিসাবকে ক্রেডিট করা হলে ঠিক সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা অন্য একটি হিসাবকে ডেবিট করা হয়। জাবেদা থেকে

খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় এই খতিয়ানগুলোর কোনটির ডেবিট ব্যালেন্স এবং কোনটির ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়। মোট ডেবিট ব্যালেন্স এবং মোট ক্রেডিট ব্যালেন্স পরস্পর সমান হয়। মূলধন হিসাব,দায় হিসাব, সম্পত্তি হিসাব এবং নামিক হিসাবসমূহের নীট ব্যালেন্স নিয়ে উদ্বৃত্তপত্রটি তৈরী করা হয়। এই কারণেই উদ্বৃত্তপত্রের দুইপার্শ্ব মিলে যায়। সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়ার কারণ মাত্র।

২. ংশলৎন লফী**করণ ঃ** মূলধন ও দায়ের যোগফল সর্বদা মোট সম্পত্তির সমান হয়। এটিকে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করলে সমীকরণটি নিম্নরূপ হবে।

ফূলধন + দায় = সম্পত্তি

কোন নির্দিষ্ট দিনে ব্যবসায়ের মূলধন ও দায়ের পরিমাণ সব সময় সম্পত্তিসমূহের সমান হয়। আপনি নিশ্চয় জানেন উদ্বৃত্তপত্রের একপার্শ্বে মূলধন ও দায় এবং অন্য পার্শ্বে সম্পত্তি দেওয়া হয়। সুতরাং উদ্বৃত্তপত্রের দু'পার্শ্ব অবশ্যই মিলে যাবে। রেওয়ামিলের ইউনিটে আমরা দেখেছি যে, রেওয়ামিলের দু'পাশ মিলে যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে তাহলে কী উদ্বৃত্তপত্রের সাথে রেওয়ামিলের কোন সম্পর্ক আছে। আসুন এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

উদ্বৃত্তপত্র ও রেওয়ামিলের পার্থক্য

খতিয়ানসমূহের ব্যালেন্স দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এটি একটি বিবরণী মাত্র। এটিকে হিসাব বলা যায় না। রেওয়ামিলের দু'পার্শ্ব পরস্পর মিলে যায়। অপরদিকে রেওয়ামিলের তথ্য ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত প্রস্তুত করা হয়। এটিও একটি বিবরণী মাত্র। এটিকে হিসাব বলা যায় না।

উপরের আলোচনায় নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে রেওয়ামিল এবং উদ্বৃত্তপত্রের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। নিচে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

রেওয়ামিল	উদ্বৃত্তপত্র
১. রেওয়ামিল খতিয়ানসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালেন্সের তালিকা।	১. উদ্বৃত্তপত্র দায় ও সম্পত্তিসমূহের একটি বিবরণী।
২. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করার আগেই রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে হবে।	২ ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব প্রণয়নের পর উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়।
৩. রেওয়ামিলে নামিক হিসাবের ব্যালেন্স অন্তর্ভুক্ত হয়।	৩. উদ্বৃত্তপত্রে নামিক হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না।
৪ রেওয়ামিল হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করে।	৪. উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করে।
৫. রেওয়ামিল প্রস্তুত করা আবশ্যক নয়।	৫. আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য উদ্বৃত্তপত্র অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্তপত্রবলা হয়।
- মূলধন + দায় = সম্পত্তি। এটি হিসাব সমীকরণ।
- তারল্যের ক্রমানুসারে নীতি অনুযায়ী চলতি সম্পত্তিসমূহ প্রথমে এবং স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শেষে দেখানো হয়।
- স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তিসমূহে প্রথমে এবং চলতি সম্পত্তিসমূহ শেষে দেখানো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন্‌টিকে উদ্বৃত্তপত্র বলা যায় ?

ক. একটি পরিপূর্ণ হিসাব
খ. লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী
গ. ব্যবসায়ের সম্পত্তিসমূহের বিবরণী
ঘ. ব্যবসায়ের দায়সমূহের বিবরণী।

২. কোন্ নীতি অনুযায়ী উদ্বৃত্তপত্রে দায় ও সম্পত্তি সাজানো হয় ?

ক. তারল্যের ক্রমানুসারে নীতি
খ. স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে নীতি
গ. উভয়টি
ঘ. কোনটি নয়।

৩. কোন্‌টি সত্য ?

ক. দায় + মূলধন = সম্পত্তি
খ. দায় + সম্পত্তি = মূলধন
গ. সম্পত্তি + মূলধন = দায়
ঘ. কোনটি নয়।

৪. উদ্বৃতপত্র মিলে যাওয়ার কারণ কী ?

ক. দ্বৈত্বসত্তার ভিত্তিতে লেনদেন লিখন
খ. রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ
গ. সত্বানীতি অনুসরণ
ঘ. নগদভিত্তিতে লেনদেন লিখন।

৫. উদ্বৃত্তপত্রে দায় ও সম্পত্তি সাজানোর কোন্ নীতিটি জনপ্রিয় ?

ক. তারল্যের ক্রমানুসারে নীতি
খ. স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে নীতি
গ. মিশ্রনীতি
ঘ. কোনটি নয়।

৬. নিচের কোন্ আইটেমটির তারল্য সবচেয়ে বেশি ?

ক. যন্ত্রপাতি
খ. দালান-কোঠা
গ. নগদান
ঘ. ব্যাংকে জমা।

৭. উদ্বৃত্তপত্র প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কী ?

ক. আর্থিক ফলাফল নিরূপণ
খ. আর্থিক বিশে-ষণ
গ. আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ঘ. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ।

পাঠ-৪

চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন
(Preparing Final Acccounts & Adjustments)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিল থেকে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতকালে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন (Preparation of Final Account)

রেওয়ামিলে সম্পত্তি দায়, আয়, ব্যয় এবং মূলধন এই ৫ ধরনের হিসাব থাকে। এই রেওয়ামিল থেকে পাঁচ ধরনের হিসাব নিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আয় ও ব্যয় বাচক হিসাবের আইটেমগুলো নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-লোকসান হিসাব প্রণয়ন করা হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী হিসাবগুলো ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্ববর্তী পাঠে এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই হিসাব দু'টি প্রণয়নের জন্য আপনাকে পূর্ববর্তী পাঠে নির্ধারিত নমুনা অনুসরণ করতে হবে। দেখবেন ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ক্রয় বা উৎপাদনের সাথে জড়িত খরচগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যয় হিসাবের ডেবিট জের হয় এবং আয় হিসাবের ক্রেডিট জের হয়। ব্যয়গুলো ক্রয়-বিক্রয় বা লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। আবার আয়গুলো ক্রয়-বিক্রয় বা লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে দেখানো হয়। সম্পত্তি হিসাবের ডেবিট জের হয় এবং দায় ও মূলধন হিসাবে ক্রেডিট জের হয়। সম্পত্তি হিসাবগুলো উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে এবং দায় ও মূলধন হিসাবগুলো দায় পার্শ্বে দেখানো হয়।

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে রেওয়ামিলের হিসাবের জের গুলির উপরিউক্ত বিষয়টি দেখানো হল ঃ

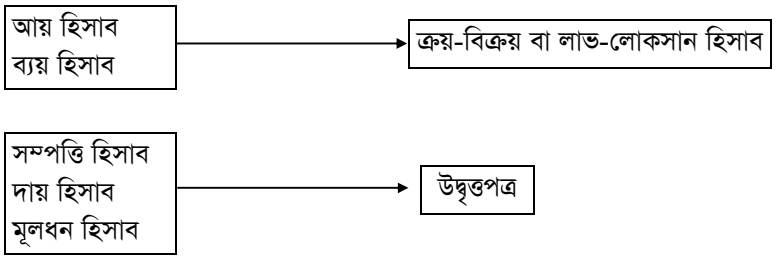

চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে সমন্বয় সাধন (Adjustments)

আমরা পূর্বেই বলেছি, রেওয়ামিলের তথ্যাদির ভিত্তিতে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এ কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ রেওয়ামিলে সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাই শুধুমাত্র রেওয়ামিলের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত হিসাব বা বিবরণী প্রস্তুত করা যায় না । রেওয়ামিলের বাহিরেও প্রচুর তথ্য থাকে। যেমন- বকেয়া বা অগ্রিম আইটেম, সমাপনী মজুত পণ্য ইত্যাদি। এ আইটেমগুলো রেওয়ামিলে দেখানো যায় না। চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের সময় এই তথ্যগুলোও হিসাবভুক্ত করতে হয়। এগুলো হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করলে চূড়ান্ত হিসাব সঠিক হবে না। রেওয়ামিল বহির্ভূত বিভিন্ন তথ্য হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতিকে সমন্বয় সাধন বলা হয়।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তাহল রেওয়ামিলের হিসাবগুলো চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ণকালে শুধুমাত্র একবারই হিসাবভুক্ত হয়। অর্থাৎ রেওয়ামিলের একটি আইটেম ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্রের যে কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয়বার অন্য কোথাও দেখানোর প্রয়োজন নেই। সমন্বয়ের আইটেমগুলো দু'বার হিসাবভুক্ত হয়। ধরুন, সমন্বয়ের একটি আইটেম লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানো হল। যেহেতু সমন্বয়ের আইটেম সেহেতু এটি আবার উদ্বৃত্তপত্রে যাবে।

চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নকালে সাধারণত যে সকল সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনে হয় সেগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হল :

১. বকেয়া ব্যয় (Accrued Expense) ঃ ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠানে ২০০২ সালের বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। এই বিষয়টি রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সুতরাং এটির সমন্বয় সাধন করতে হবে। যেহেতু এটি ২০০২ সালের খরচ তাই এটিকে নিয়মানুযায়ী ২০০২ সালের হিসাবেই দেখাতে হবে। এই বিষয়টি কীভাবে সমন্বয় সাধন করবেন? বিদ্যুৎ খরচ হিসাবে বিদ্যুৎ খরচের সাথে যোগ করে লাভ লোকসান হিসাবে দেখাতে হবে। আবার যেহেতু বকেয়া খরচ একটি দায় তাই এটিকে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হবে। সকল বকেয়া খরচের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

২. অগ্রিম ব্যয় (Prepaid Expenses) ঃ ধরুন, কাদের সাহেব আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন বিক্রয় কর্মী। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি অফিস থেকে ২০০৩ সালের ৩ মাসের বেতন অগ্রিম নিয়েছেন। এই বিষয়টি কীভাবে সমন্বয় করবেন? অগ্রিম বেতনটি ২০০২ সালের লাভ-লোকসান হিসাবে প্রদেয় বেতন থেকে অগ্রিম প্রদত্ত বেতন বাদ দিবেন। এটি একটি সম্পত্তি সুতরাং উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে দেখাবেন। উল্লেখ্য যে, সকল অগ্রিম খরচের বেলায় একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৩. বকেয়া আয় (Accrued Income) ঃ ধরুন, ব্যবসায়ে এক বছর মেয়াদী একটি বিনিয়োগ আছে। এই বিনিয়োগ থেকে ২,৪০০ টাকা আয় হবে। এই আয়ের (২৪০০÷১২)=২০০ টাকা ২০০২ সালের আয়। সুতরাং এটিকে ২০০২ সালের হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১০০ টাকা লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে প্রাপ্ত সুদের সাথে যোগ করতে হবে এবং উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি পার্শ্বে বকেয়া সুদ হিসাবে দেখাতে হবে। সকল প্রকার বকেয়া আয়ের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৪. অগ্রিম আয় (Prepaid Income) ঃ ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবীশ সেলামী বাবদ পাঁচ মাসের জন্য ২,০০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ নিয়েছে। শিক্ষানবীশদের ২ মাসের সেবা প্রদান করেছে কিন্তু ৩ মাসের সেবা প্রদান করেনি। এই ৩ মাসের আয়টি লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে শিক্ষানবীশ সেলামী থেকে বাদ দিতে হবে এবং অগ্রিম শিক্ষানবীশ সেলামী নামে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখাতে হবে। সকল অগ্রিম আয়ের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৫. সমাপনী মজুদ পণ্য (Closing Inventory) ঃ ব্যবসা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় হিসাবরক্ষণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরে মাত্র। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনে অবশ্যই কিছু না কিছু পণ্য অবিক্রিত থেকে যায়।

হিসাব কালের শেষে অবিক্রিত পণ্যকে মজুদ পণ্য বলে। মজুদ পণ্য সাধারণত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এটিকে সমন্বয় করতে হবে। এই মজুদ পণ্য একবার ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে এবং দ্বিতীয়বার উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে দেখানো হয়। সমন্বয়ে প্রায় সময়ই মজুদ পণ্যের 'ক্রয়মূল্য' বা 'বাজার মূল্য' দেওয়া থাকে। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে কম মূল্যটি ধরা উচিৎ। একটি বছরের সমাপনী মজুদ পণ্য পরের বছরের প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যে পরিণত হয়।

৬. অবচয় (Depreciation) ঃ সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে ব্যবহারজনিত ক্ষতি হয়। এই ব্যবহারজনিত ক্ষতিকেই অবচয় বলে। অবচয় এক ধরনের খরচ। এটি অবশ্য মূলধন জাতীয় খরচ। এই খরচটিকে লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। পরে উদ্বৃত্তপত্রে অবচয়কে নির্দিষ্ট সম্পত্তি থেকে বিয়োগ করা হয়। অবচয়ই একমাত্র মূলধন জাতীয় খরচ যা লাভ-লোকসান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য কোন মূলধন জাতীয় খরচ লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানো হয় না। অবচয় নির্ণয় এবং এটিকে হিসাবভুক্ত করার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে। এই কোর্সের দ্বিতীয় পত্রে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৭. অনাদায়ী পাওনা (Bad Debts) ঃ ধারে পণ্য বিক্রয়ের পুরো অর্থ সব সময় আদায় করা সম্ভব হয় না। যে অংশ দেনাদারের কাছ থেকে আদায় করা যায় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে। এটি অবশ্যই এক ধরনের ক্ষতি। সুতরাং এই ক্ষতিটিকে হিসাবভুক্ত করতে হবে। অনাদায়ী পাওনা রেওয়ামিলে থাকলে তা শুধু অন্যান্য খরচের ন্যায় লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হবে। কিন্তু এটি সমন্বয়ে থাকলে লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট এবং উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে বিবিধ দেনাদার থেকে বাদ দিতে হয়।

৮. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (Reserve for Bad Debts) ঃ ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলে ক্রেতাকে টাকা পরিশোধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়। বিক্রয়ের কোন অংশ আদায় হবে কি হবে না তা বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। একটি যুক্তিসঙ্গত সময় পার হতে হয়। এমনও হতে পারে যে কোন নির্দিষ্ট বছরের বিক্রয়ের অর্থ পরের বছরে অনাদায়ী প্রমাণিত হল। কিন্তু হিসাবশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট বছরের খরচ নির্দিষ্ট বছরেই দেখানো উচিত। কারণ অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ নিশ্চিত করে না জানলে তা হিসাবে দেখানো যায় না। তাই বর্তমান ও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সাধারণ দেনাদারের পর একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নিরূপণ করা হয় এবং এই সঞ্চিতিটি লাভ-লোকসান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতি বছরই এই ধরনের সঞ্চিতি তৈরী করা হয়। ফলে বিগত বছরের সঞ্চিতিটিকে পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলা হয় এবং চলতি বছরের পাওনা সঞ্চিতিকে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলা হয়।

লাভ-লোকসান হিসাবে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিটি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির সাথে যোগ করা হয় এবং পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাদ দেওয়া হয়। এভাবে যোগ বিয়োগের ফলে নির্দিষ্ট বছরের অনাদায়ী পাওনা চার্জ হয়ে যায়। পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিটি ক্রেডিট পার্শ্বেও দেওয়া যায়। নতুন পাওনা সঞ্চিতিটিকে উদ্বৃত্তপত্রে বিবিধ দেনাদার থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৯. বিবিধ দেনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি (Reserve for discount on sundy debtors) ঃ বিবিধ দেনাদারের উপর বাট্টা ব্যবসায়ের একটি খরচ। ধরুন, জামালের নিকট ৯,০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রয় করা হল এবং শর্ত দেওয়া হল যে ২/১০ নিট ৩০। এর অর্থ হল ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই টাকা পরিশোধ করতে হবে। যদি ক্রেতা ১০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে তাহলে তাকে ২% বাট্টা দেওয়া হবে। এই বাট্টাটি ব্যবসায়ের একটি খরচ। ব্যবসায়ে প্রতিদিন বিক্রয় সংক্রান্ত অসংখ্য লেনদেন হয়। প্রতিটি লেনদেনে বাট্টার বিষয়টি জড়িত থাকতে পারে। তাই প্রতি বছরে কি পরিমাণ বাট্টা প্রদান করা হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ফলে একটি নির্ধারিত হারে বাট্টা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়। বাট্টা সঞ্চিতি লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। পরে উদ্বৃত্তপত্রে বিবিধ দেনাদার থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হল দেনাদারের কোন অংশের উপর বাট্টা সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে। দেনাদারের যে অংশটি ইতোমধ্যে অনাদায়ী হয়েছে তার উপর নিশ্চয় সঞ্চিতি দেওয়া সমীচীন হবে না। তাই অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আদায়যোগ্য দেনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি ধার্য করতে হয়।

১০. বিবিধ পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি (Reserve for Discount on Sundry Creditors) : বিবিধ দেনাদারের উপর যেমন বাট্টা মঞ্জুর করা হয় তেমনিভাবে দ্রুত পাওনা পরিশোধের জন্য বিক্রেতা বাট্টা মঞ্জুর করতে পারে। এই বাট্টাটি ব্যবসায়ের আয়। বিবিধ পাওনাদারের উপর কি পরিমাণ বাট্টা পাওয়া যাবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই এর সম্ভাব্য পরিমাণ নিরূপণের জন্য নির্ধারিত হারে সঞ্চিতি তৈরি করা হয়। এটি ব্যবসায়ের একটি আয়।

বিবিধ পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি লাভ-লোকসান হিসাবে ক্রেডিট পার্শ্বে দেখানো হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রে বিবিধ পাওনাদার থেকে বাদ দিয়ে নিট পরিমাণ দেখানো হয়।

১১. মূলধনের সুদ (Interest on capital) ঃ মূলধনের সুদ ব্যবসায়ের একটি খরচ। মূলধনের সুদ লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট করা হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রে মূলধনের সাথে যোগ করা হয়।

১২. উত্তোলনের সুদ (Interest on Drawings) ঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক ব্যবসায় থেকে অর্থ বা অন্য কোন সম্পত্তি নিলে তা উত্তোলন হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেক সময় এই উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা হয়। উত্তোলনের সুদ ব্যবসায়ের আয়। তাই এটিকে লাভ-লোকসান হিসাবে ক্রেডিটে দেখানো হয়। পরে উদ্বৃত্তপত্রে মূলধন থেকে বাদ দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই উত্তোলনের তারিখ দেওয়া থাকে না। তারিখ না থাকলে ৬ মাসের সুদ ধরা উচিত এবং এটিই যুক্তিসঙ্গত।

১৩. মালিকের পণ্য উত্তোলন (Goods withdrawn) ঃ আমরা জানি ব্যবসায়ে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করা হয়। মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবসায়ের পণ্য ক্রয় করা হয় না। হিসাবরক্ষণের সত্তা ধারণ¡ (Entity concept) অনুযায়ী মালিক ব্যবসায় থেকে আলাদা সত্বার অধিকারী। তাই মালিকের পণ্য উত্তোলন ক্রয়-বিক্রয়

হিসাবে ক্রয় থেকে বাদ দেওয়া হয়। কেননা এটি কোন ব্যবসায়িক লেনদেন নয়। মালিক পণ্য উত্তোলনের কারণে ক্রয়ের পরিমাণ কমে যায়। এজন্য এটি মূলধন থেকেও বাদ দেয় হয়।

১৪. মনিহারীর সমাপনী মজুদ (Stock Stationary) ঃ মনিহারি বলতে ফাইল, খাতা কলম এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিষপত্রকে বুঝায়। ব্যবসায়ে মনোহরি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। ব্যবসায়িক পণ্যের মত এটিকে অবশ্যই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় না। কোন বছরের জন্য ক্রয়কৃত মনিহারী অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে। ক্রয়কৃত মনিহারী রেওয়ামিলে দেখানো হয়। কিন্তু সমাপনী মনিহারী সমন্বয়ে দেখানো হয়। তাই অব্যবহৃত মনিহারী লাভ-লোকসান হিসাবে ক্রয়কৃত মনিহারী থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি পার্শ্বে দেখানো হয়।

১৫. বিলম্বিত খরচ (Deferred Expenses) ঃ পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, লাভ লোকসান হিসাবে খরচের শুধু মুনাফা জাতীয় অংশটুকু দেখানো হয়। যদি মুনাফা জাতীয় আইটেম কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে যে অংশটি নিঃশেষ (ঊীঢ়রৎবফ) হবে সেই অংশটি লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানো হয় এবং অনিঃশেষীত (টহবীঢ়রৎবফ) অংশটি উদ্বৃত্তপত্রে দেখাতে হয়। ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাথে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হল এবং বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ পাঁচ বছরের পুরো অর্থ পরিশোধ করল। এখানে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এক বছরের খরচ অবলোপন করতে হবে। বাকী চার বছরের খরচ বিলম্বিত করতে হবে। সুতরাং যে অংশ অবলোপন করতে হবে সেটিকে লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিটে দেখাতে হবে, কেননা এটি ইতোমধ্যে নিঃশেষ হয়েছে এবং বিলম্বিত অংশ উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে দেখাতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- রেওয়ামিল থেকে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা হয়। তবে সঠিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় দ্বৈত প্রভাবের কারণে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।
- চুড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে প্রতিটি সমন্বয় দু'টি হিসাবকে প্রভাবিত করে।
- সাধারণতঃ বকেয়া ব্যয়, বকেয়া আয়, অগ্রিম ব্যয়, অগ্রিম আয়, সমাপনী মজুদ পণ্য, অবচয়, অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি, পাওনাদার বাট্টা সঞ্চিতি, মূলধনের সুদ, উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন, বিলম্বিত খরচের জন্য সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রতিটি সমন্বয় কয়টি হিসাবকে প্রভাবিত করে ?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি।

২. বকেয়া ব্যয় একটি
ক. দায় খ. আয় গ. সম্পত্তি ঘ. কোনটি নয়।

৩. অবচয় কি ধরনের ব্যয় ?
ক. মুনাফা জাতীয় খ. মূলধন জাতীয় গ. বিলম্বিত ঘ. কোনটি নয়।

৪. অনাদায়ী পাওনা কিসের উপর নির্ভর করে ধার্য করা হয় ?
ক. বিবিধ দেনাদার খ. বিবিধ পাওনাদার গ. প্রাপ্য বিল ঘ. প্রদেয় বিল।

৫. চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের সময় সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় কেন?
ক. গাণিতিক শুদ্ধতার জন্য খ. সঠিক ফলাফল নিরূপণের জন্য
গ. ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ঘ. কোনটি নয়।

৬. সমাপনী মজুতপণ্য কি জাতীয় আইটেম?
ক. মূলধন জাতীয় খ. ব্যয় বাচক গ.সম্পত্তিবাচক ঘ. কোনটি নয়।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. আর্থিক বিবরণী (Financial Statement) কাকে বলে? এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
২. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের নমুনা দিন।
৩. লাভ-লোকসান হিসাবের নমুনা দিন।
৪. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কোন্ হিসাবে যাবে এবং এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন- বেতন, অবচয়, মজুরি, শুল্ক, খরচ, কমিশন, শিক্ষানবীশ সেলামী, আন্তঃফেরত, ব্যবসায়িক বাট্টা, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি।
৫. উদ্বৃত্ত পত্রের সংজ্ঞা লিখুন। উদ্বৃত্ত পত্র কিভাবে প্রস্তুত করা যায়?
৬. চূড়ান্ত হিসাবে সমন্বয় সাধন কি? চূড়ান্ত হিসাবে কি কি বিষয় সমন্বিত হয়?
৭. উদ্বৃত্তপত্র ও রেওয়ামিলের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
৮. টীকা লিখুন – দায়, সম্পত্তি, সমাপনী মজুত, অবচয়, অনাদায়ী দেনা, বিলম্বিত খরচ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).১

১. ঘ ; ২. ঘ ; ৩. ক, ৪. ক ; ৫. গ ; ৬. গ ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).২

১. খ ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. খ ; ৫. ক ; ৬. খ ; ৭. খ ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).৩

১. খ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. ক ; ৫. ক ; ৬. গ ; ৭. ঘ ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩(ক).৪

১. খ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. ক, ৫. খ, ৬. গ